

বাণী সংখ্যা 277

মানসিক অনুবন্ধন : দ্বিতীয়।

এবার আমরা দ্বিতীয় সংস্কার রূপী সময় সম্পর্কীয় অনুবন্ধনের উপর একসাথে ধ্যান করি। এখানেও আমরা পূর্ণ সজাগতা তথা সমগ্রতার দৃষ্টিভঙ্গিতে জাগ্রত হই, এবং বিয়োগরূপী বিখন্ডিত মানসিক ধারণাতে ফেঁসে না যাই।

আমরা ভয়ঙ্কর ভাবে সময়ের পূর্বাগ্রহে আবদ্ধ। আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। বড় বড় প্রযুক্তিগত কাজ সম্পন্ন করতে গেলে এবং তার আয়োজন করতে গেলেও মাস এবং কখনো কখনো বছরও লেগে যায়। ‘আমি’ সময় থেকেই উৎপন্ন হয়। অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতার যোগফলই ‘আমি’। ভবিষ্যতের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমস্তরকম প্রচেষ্টাও ‘আমি’। ‘আমি’-ই সময় এবং সময়ই ‘আমি’। পুনরায় এখানেও দুই নেই। সময় রূপী এই ‘আমি’ প্রযুক্তিগত কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুসারে ‘আমি’ যা কিছু প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন করে প্রয়োজনে ‘ও’ ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতার সমন্বয় কর্তারূপে ব্যবহার করে। এই ভাবে প্রযুক্তিগত এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সময়ের রূপে ‘আমি’ দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে কাজ করতে পারে।

এখন দেখা যাক যে এই সময় রূপী ‘আমি’-র অন্তর্জগতে কোন উপযোগীতা আছে কি? ‘আমিত্ব’-র উপাদান কি কি? চিত্তবৃত্তির মানসিক ধাঁচার নির্মাণ কোন-কোন উপাদানে হয়? (এখানে আমরা চিত্তবৃত্তির বর্হিমুখী এবং ব্যবহারিক দিকের আলোচনা করছি না) এবার আমরা চিত্তবৃত্তির অভ্যন্তরস্থ বিষয় গুলোকে এক-এক করে দেখি যেগুলির বর্ণনা নিচে করা হোল।

- 1) সুরক্ষার লোভ যাকে মহাত্মাকাজ্জ্বা বলা হয়। (এ লোভ, অর্জন, সঞ্চয়, এবং সমস্ত রকমের চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা আর সবকিছু হাতিয়ে নেওয়ার ইচ্ছার একটা ভাল নাম)।
- 2) অসুরক্ষার ভয় আর তার থেকে উৎপন্ন যন্ত্রনা, কষ্ট, চিন্তা, আশঙ্কা, উত্তেজনা। যা চায় তা না পাওয়ার ভয়। আর যা আছে তাকে হারাবার ভয়।
- 3) আত্মসন, ক্রোধ, শত্রুতা, ঈর্ষা, হতাশা।
- 4) অপরাধবোধ, সঙ্কোচ, বিভিন্ন প্রকারের বাসনা তৃপ্ত করা এবং মহিমাম্বিত করার ইচ্ছা।
- 5) সান্ত্বনা এবং আশ্বাসনের জন্য বিশ্বাস-পদ্ধতির উপর নির্ভরতা।
- 6) নিজের এবং অন্যদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ছবি মনে পোষন করা আর তার জন্য মনে সমস্ত প্রকারের নিন্দা এবং প্রশংসা রাখার কারনে একার অনুভব হওয়া আর তার জন্য সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সব তাল-গোল পাকিয়ে যাওয়া।

উপরিউক্ত সমস্ত মানসিক প্রদূষণকে সময়ের হস্তক্ষেপ ছাড়া তৎক্ষণাৎ দেখা এবং বোঝা সম্ভব কি? ‘আমি’-ই হচ্ছে সমস্ত প্রকারের প্রদূষণ। তাই এই ‘আমিত্ব’-কে বাদ দিয়ে মানসিক প্রদূষণকে দেখা ও বোঝা সম্ভব কি?

কিন্তু সমস্ত সাংস্কৃতিক জ্ঞান এবং পূর্বাগ্রহ এই বলে যে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এই প্রদূষণ কে দেখতে এবং বুঝতে গেলে তোমাকে কোনো গুরুর কাছে যেতে হবে, অথবা কোন বই পড়তে হবে অথবা এই করতে হবে ঐ করতে হবে তাহলে তুমি এর থেকে মুক্ত হয়ে আত্মদর্শন পাবে। কিন্তু এটা কি দেখা সম্ভব যে এখানে সময়ই সবচেয়ে বড় বাধা। আমাদের অন্তর্জগতে জঙ্গল রূপী মানসিক প্রদূষণের উপর অহং-শূন্য আকাশ থেকে জীবনের বোধশক্তির আকস্মিক বিদ্যুতের ঝটকার দরকার যাতে সমস্ত প্রদূষণ জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যায়। ‘আমি’-র থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিই হোল সবথেকে বড় প্রজ্ঞা। সময় নেওয়া হোল ‘আমি’-কে পুষ্টকরা।